নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২৬/১০/২০২১ (পৃঃ ১১)

বঙ্গবন্ধু জিঙ্ক ধান আশীর্বাদ বয়ে আনবে

স্টাফ রিপোর্টার, নীলফামারী ॥ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধান উৎপাদন ও এর ভাতের কোন বিকল্প নেই। আসছে বোরো মৌসুমে কৃষকের মাঝে জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধান আবাদে উৎসাহ বৃদ্ধিকল্পে সোমবার দিনব্যাপী এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএস এর উদ্যোগে হারভেস্ট প্লাস বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায় জেলার শহরের আরডিআরএস কনফারেন্স হলে জিঙ্ক ধান বীজ ভ্যালু চেন এক্টরস মতবিনিময় সভা এ কথা জানানো হয়।

সভায় এবারের বোরো মৌসুমে বিশেষ করে ব্রি ধান ৭৪ এর কোন রোগবালাই হয়না বলে উল্লেখ করে বলা হয় আগামী মৌসুমে বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ ধান বীজ বাজারে পাওয়া যাবে। এই বঙ্গবন্ধু জিঙ্ক ধানও দেশের কল্যাণে কৃষকদের আশীর্বাদ বয়ে আনবে। আরডিআরএসের রংপুর প্রধান কার্যালয়ের কৃষি সেক্টরের গবেষক মাহফুজুর আলমের সভাপতিত্বে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বিএডিসির সিনিয়র সহকারী পরিচালক আতাউর রহমান, নীলফামারী কৃষি বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষক) হোমায়রা মন্ডল, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (উদ্যান) আব্দুল্লাহ আল মামুন, হারভেস্ট প্লাস বাংলাদেশ-এর মজিবুর রহমান ও রুহুল আমিন, আরডিআরএসের নীলফামারী কৃষি কর্মকর্তা মহিদুল ইসলাম, শাহীনুর রহমান প্রমুখ।

তারিখঃ ২৬/১০/২০২১ (পৃঃ ০৪)

ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক

প্রতিকূলতার মধ্যেও অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন

জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে আজ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সকল উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টা-রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী আমরা পালন করছি এ বছর। একই সঙ্গে উদযাপন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এই মহালগ্নে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ৫০ বছরে বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক, সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার সক্ষমতা দেখিয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বিশ্বের অন্যতম উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। সেদিনের সেই 'তলাবিহীন ঝুড়ি আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের বিস্ময় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বেড়েছে দেশের জিডিপির পরিমাণ, বেড়েছে অর্থনীতির আকার। স্বাধীনতা লাভ পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে ছিল মাত্র ৫০৭ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে। সেই দেশের বাজেট আজ ছয় লাখ কোটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। ছোট অর্থনীতির বাংলাদেশের আজকের পরিচয় এশিয়ার 'টাইগার ইকোনমি' হিসেবে। আমরা এখন মধ্যম আয়ের দেশ। ১৯৯০-এর পর সার্বিকভাবে প্রবৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশের গড় হারের তুলনায় অনেক এগিয়েছে বাংলাদেশ। দারিদ্র্যের হার কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। জনসংখ্যা, গড় আয়ু, মৃত্যুর হার, মেয়েদের স্কুলে পড়ার হার ইত্যাদি সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ সমপর্যায়ের উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশ, এমনকি প্রতিবেশী ভারতকেও পেছনে ফেলতে সমর্থ হয়েছে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে গত এক দশক ধরে জিডিপিতে চলতি বাজার মূল্যে (কারেন্ট প্রাইস মেথড) বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সারাবিশ্বের সবার ওপরে। ১৯৭২ সালে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৭০ ডলার; যা ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২২২৭ ডলার। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি বদলে গেছে মানুষের সামগ্রিক জীবনের চালচিত্র। গরিব দেশের গরিব মানুষ বলে পরিচিতি, এদেশের মানুষ আজ অর্থনৈতিকভাবে সক্ষমতা অর্জন করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদর্শিতায়, বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও নির্দেশনায়।

বছরেই উন্নয়ন-অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জিত হয় চমকপ্রদ সাফল্য। প্রথমবারের মতো দেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে। কিন্তু ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত আবার কৃষিতে স্থবিরতা নেমে আসে।

দেশরত্ন শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় আসেন। তারপর থেকে কৃষিতে উন্নয়নের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি আবার শুরু হয়। বাংলাদেশে আজ খাদ্যের কষ্ট নেই, খাদ্য নিয়ে হাহাকার নেই। এই করোনা মহামারিতে উন্নত দেশের মানুষ যখন হিমশিম খাচ্ছে, তখন জীবন ও জীবিকাকে সমন্বয় করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা একটা ভালো অবস্থায় আছি। এরই মধ্যে দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতের সঙ্গে জোট বেঁধে বিএনপি আন্দোলনের নামে ট্রেনে আগুন দিয়েছে, ট্রেন লাইন তুলেছে, বিদ্যুতের লাইন কেটেছে, জীবন্ত মানুষকে গাড়ির মধ্যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। ২০১৫ সালে এই বিএনপি-জামায়াত জোট ৯০ দিনের অবরোধের নামে ৫০০ মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। এর চেয়ে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা আর কী হতে পারে। শত শত গাড়ি পুড়িয়েছে, ৯০ দিন দেশকে অচল করেছিল। এখন আবার সেই পুরোনো খেলায় মেতে উঠেছে তারা। উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদকে উস্কে দিয়ে তারা এবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এসব ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করেই দেশ আজ এগিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশ এখন অন্য দেশগুলোর অনুকরণীয়। বাস্তবায়নের পথে পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ।

তবে এই ৫০ বছরে উন্নয়নের সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান খাতটি হলো দেশের কৃষি খাত। কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তায় দেশে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও খাদ্য ঘাটতির দেশ, দুর্ভিক্ষের দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। এই খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা হয়েছে হয় খাদ্য আমদানি করে অথবা বিদেশি সাহায্য দিয়ে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর সাড়ে সাত কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষিকেই মূল চাবিকাঠি মনে করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদেরই উৎপাদন করতে হবে।' বাংলাদেশের আবহাওয়া ও উর্বর জমি সারাবছর ধরে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। তাই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমাদের দেশের জমি এত উর্বর যে, বীজ ফেললেই গাছ হয়, গাছ হলে ফল হয়। সে দেশের মানুষ কেন ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাবে।'

স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠনের পরপরই বঙ্গবন্ধু উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। তিনি বলেন 'আমাদের চাষি হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।' তাই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকেই নিলেন কৃষকদের জন্য এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। তাদের সমস্ত বকেয়া খাজনার সুদ মওকুফ করে দিলেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনাও মওকুফ করার ঘোষণা দিলেন। জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ করেন। উদ্বৃত্ত জমি ও খাস জমি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে বণ্টনের উদ্যোগ নিলেন। পাকিস্তানি শাসনামলে রুজু করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেন এবং তাদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মওকুফ করে দেওয়া হয়।

জাতির পিতা কৃষি বিপ্লবের যে ধারা সূচনা করেছিলেন, সেই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন (চাল, গম ও ভুট্টা) ৪ কোটি ৫৫ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে।

শুধু মোট উৎপাদন নয়, বাংলাদেশ খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে শীর্ষস্থানীয় দেশের তালিকায় উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয়, জাপানের এক একর জমিতে তার তিন গুণ বেশি ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে ডবল ফসল করতে পারব না, দ্বিগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি, তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না।' বঙ্গবন্ধুর সেই আকাঙ্ক্ষা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে হেক্টরপ্রতি চাল উৎপাদন হতো গড়ে এক টনের কিছু বেশি। ২০২০-২১ সালে হেক্টরপ্রতি চাল উৎপাদন হয়েছে গড়ে চার টনেরও বেশি।

দেশি-বিদেশি ফলচাষেও প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কফি, কাজুবাদাম, গোলমরিচ, ড্রাগনফলসহ অপ্রচলিত ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলে, দেশীয় ফলের পাশাপাশি বিদেশি ফলের উৎপাদন প্রতিবছর বাড়ছে, তেমনি ফল আমদানি কমছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে মোট ফল উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১ কোটি ২৩ লাখ ৯০ হাজার টন। অপ্রচলিত ফল কাজুবাদাম ১ হাজার ৩২৩ টন, স্ট্রবেরি ১৯৬ টন, ড্রাগনফল ৩ হাজার ৫০০ টন, কফি ৫৫ টন উৎপাদন হয়েছে। ২০০৬ সালে মাথাপিছু ফল গ্রহণের হার ছিল ৫৫ গ্রাম যা বেড়ে ২০১৮-তে হয়েছে ৮৫ গ্রাম। তাছাড়া, পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণেও কাজ চলমান আছে। কৃষি উন্নয়নের এই সাফল্য সারা পৃথিবীতে বহুলভাবে প্রশংসিত ও নন্দিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের শুরু হতেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলে সকল আশঙ্কাকে পেছনে ফেলে করোনা মহামারির মাঝেও বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। সরকারের সার্বিক পদক্ষেপে ২০২০-২১ অর্থবছরে করোনাকালেও রেকর্ড বোরো উৎপাদন হয়েছে ২ কোটি ৮ লাখ টন, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। গত বছরের তুলনায় এ বছর সকল ফসলের উৎপাদনই বেড়েছে যেমন : মোট চালের উৎপাদন হয়েছে ৩ কোটি ৮৬ লাখ টন, গম ১২ লাখ টন, ভুট্টা প্রায় ৫৭ লাখ টন, আলু ১ কোটি ৬ লাখ টন, শাকসবজি ১ কোটি ৯৭ লাখ টন, তেল ফসল ১২ লাখ টন ও ডাল ফসল ৯ লাখ টন। এ ছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মেনে পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এক বছরেই কৃষি মন্ত্রণালয় ৭ লাখ টন উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এ বছর ৩৩ লাখ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। করোনাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে বিশ্বে এখন বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

বর্তমান সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকলের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তা দিতে নিরলসভাবে কাজ করছে। এটি করতে হলে কৃষিকে লাভজনক ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষিজীবী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনমানকে উন্নত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। যান্ত্রিকীকরণে নেওয়া হয়েছে ৩ হাজার কোটি টাকার বৃহৎ প্রকল্প। এর মাধ্যমে সারাদেশে অঞ্চলভেদে ৫০%-৭০% ভর্তুকিতে কৃষকদের প্রায় ৫২ হাজার কৃষিযন্ত্র দে য়া হচ্ছে। এটি সারাবিশ্বের একটি বিরল ঘটনা।

কৃষিকে লাভজনক ও আধুনিক করার পাশাপাশি কৃষক ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রামকে শহরে রূপান্তরে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান সরকারের একটি বিশেষ অঙ্গীকার হলো– 'আমার গ্রাম আমার শহর।' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের যে আয় সেটুকু এখন আর শহরমুখো না হয়ে গ্রামমুখো হবে, যাতে কৃষকের উন্নতি বেশি হয়। বঙ্গবন্ধুর এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগরের সকল সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছেন। এর মাধ্যমে গ্রামের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। গ্রামের মানুষের, কৃষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হবে।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে তাপমাত্রা পরিবর্তন, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা কৃষি পরিবেশকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আজ কৃষির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে খরা, লবণাক্ততা, বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু ফসলের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে। জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের জাত উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। আমাদের কৃষিবিজ্ঞানীদের হাত ধরে ইতোমধ্যে অনেক সাফল্য এসেছে।

উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আজ বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। আজকে আমরা একটা অহংকারের জাতি, গৌরবের জাতি। আমরা এখন মাথা উঁচু করে কথা বলি। মুজিব জন্মশতবর্ষে ও স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির এই মহালগ্নে ও যুগসন্ধিক্ষণে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই স্বাধীন দেশটির যতকিছু সাফল্য-অর্জন সম্ভব হয়েছে– তার সবই এসেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। তার দূরদর্শিতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সর্বক্ষেত্রে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আজ অপ্রতিরোধ্য, বিশ্বের রোলমডেল। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আলোকবর্তিকা তার সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাতে। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ হতে বিশ্বের অন্যতম উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। তিনি দেশকে মর্যাদা ও সম্মানে বিশ্বপরিমণ্ডলে এক অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছেন। তার নেতৃত্বেই আমরা গড়ে তুলব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সমৃদ্ধ ও শান্তির 'সোনার বাংলা'। ❖

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' পেয়েছেন। দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা এবং সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণের সর্বজনীন আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' দিয়েছে জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন)। করোনা মহামারির সময়েও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে অগ্রগতি সাধন বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। কঠিন এ বাস্তবতায় ও চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ থেমে থাকেনি, এগিয়ে গেছে। বিশ্ববাসীর সামনে উজ্জ্বল হয়েছে দেশের সম্মান ও ভাবমূর্তি। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বগুণে। বাংলাদেশের মতো বহুবিধ সমস্যাসংকুল দেশ পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৩৭টির অধিক পুরস্কার ও পদক অর্জন করেছেন। এবারের এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার প্রদানের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন' বা 'মুকুটমণি' আখ্যায়িত করেছে ইউএন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওয়ার্ক। জাতি হিসেবে যা আমাদেরকেও গর্বিত করেছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন একটি দেশকে কীভাবে স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করা যায়, সেই লক্ষ্যে জাতির পিতা যখন দেশ গড়ার কাজে হাত দিয়েছিলেন, সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটাচ্ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, সেই সময় ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এরপর থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তিলে তিলে ধ্বংস করা হয়েছে। একদম সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এটা করা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের একটিই লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির পুনরুত্থান ঘটানো। দীর্ঘ ২১ বছর এই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কখনও গণতন্ত্রের নামে, কখনও সামরিক শাসন জারি করে, সামরিক আইন দিয়ে দেশ পরিচালনা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের যে লক্ষ্য ছিল ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সোনার বাংলা গড়ার; যেখানে সব জাতি, ধর্ম, বর্ণ সবার থাকবে সমান অধিকার। দীর্ঘ ২১ বছর ধরে সেই চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে দেশকে পিছিয়ে দিয়েছে। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দেশরত্ন শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেন। তারপর থেকে মাত্র পাঁচ

লেখক

মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ